প্রকল্পের পটভূমি

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) একটি উন্নতমানের আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা যা সংরক্ষিত লেনে বাস পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রীদের দ্রুত, নিরাপদ, বাধাহীন এবং সময়ানুগ যাতায়াত নিশ্চিত করবে।

প্রকল্পের আওতায় ২০.৫০ কিলোমিটার সংরক্ষিত বিআরটি লেন নির্মাণ করা হবে। সংরক্ষিত লেনে রেলওয়ের মত বাধাহীন ও নির্ধারিত সময় পরপর অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক বাস চলাচল করবে। স্টেশন ও বাসে প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প ও হুইল চেয়ার থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ব্যবস্থাসহ বাস স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার এবং বাস আগমনের আগাম তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা হবে ঢাকা মহানগরীর অন্যতম প্রবেশ ও নির্গমন করিডোর অর্থাৎ বিমানবন্দর-জয়দেবপুর চৌরাস্তা সড়কের যানজটের অবসান হবে এবং যাত্রী সাধারণকে একটি উন্নত ও আরামদায়ক ভ্রমণের নিশ্চয়তা দেবে। নির্ধারিত লেনে রেলের মত বাধাহীন ভাবে বাস চলাচল করবে বিধায় এই ব্যবস্থাকে "বাসভিত্তিক ট্রেন সার্ভিসও বলা যেতে পারে"।

চৌরাস্তা থেকে শিবাবড়ী পর্যন্ত সড়কাংশও এই প্রকল্পের আওতাধীন, ফলে গাজীপুরবাসী ঢাকা আসা-যাওয়ায় যানজটমুক্ত-বাধাহীন ভ্রমণ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

বিআরটি প্রতিবন্ধকতা ছাড়া নিশ্চিতভাবে ৩৫ মিনিটের মধ্যে শিববাড়ী থেকে এয়ারপোর্ট পৌঁছাবে এবং প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ২০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য আলাদা লেন, মিশ্রযানের লেন, পদচারী লেন এবং অন্যান্য সুবিধাগুলোর সাথে বিআরটি যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

এ প্রকল্পটি গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চারটি প্যাকেজের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সওজ অংশ (১৬ কি.মি): এয়ারপোর্ট-আজমপুর এবং চেরাগআলী-চৌরাস্তা-শিববাড়ী, সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, বিআরটি লেন নির্মাণ, ফ্লাইওভার, বিআরটি ষ্টেশন ও ড্রেন নির্মাণ।

বিবিএ অংশ (৪.৫ কি.মি): আজমপুর - চেরাগআলী, সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, ৪.৫ কি.মি দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ, বিআরটি লেন নির্মাণ, টঙ্গী সেতু নির্মাণ ও বিআরটি ষ্টেশন নির্মাণ।

সংযোগ সড়ক উন্নয়ন : সংযোগ সড়ক এলজিইডি (বাস্তবায়িত)

বাস ডিপো : বিআরটি বাস ডিপো নির্মাণ ও উন্নয়ন, এলজিইডি (বাস্তবায়িত)

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিআরটি বাস্তবায়ন, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি) ০১ জুলাই ২০১৩ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রুট এ্যালাইনমেন্ট

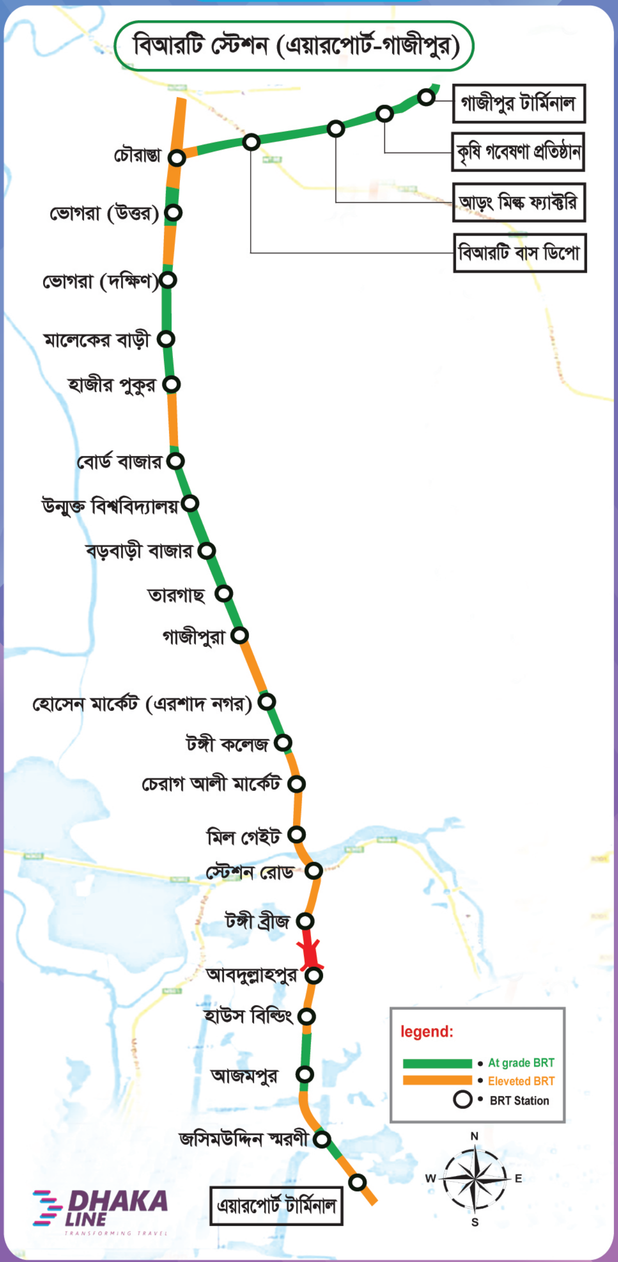

www.dhakabrt.com

দেশের প্রথম বিআরটি

নগরে ছন্দময় পথচলা

বিআরটির সুবিধা সমূহঃ-

- এয়ারপোর্ট-গাজীপুর (২০.৫ কি.মি, ২৫ স্টেশন) ৩৫-৪০ মিনিট
- উভয় পাশে ব্যারিকেড দেয়া নিজস্ব বিআরটি লেন
- বিআরটি লেনে অন্য কোন যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না
- বিআরটি লেনে কোন সিগনাল বা ক্রসিং থাকবে না
- সর্বনিম্ন ৩০ সেকেন্ড পরপর স্ট্যান্ডার্ড এসি বাস চলবে
- অটোমেটিক টিকেটিং ও বাসের আগমন নির্গমন বার্তা

DHAKA LINE
TRANSFORMING TRAVEL

ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বিআরটি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডেডিকেটেড বাস লেইন ও বাস স্টেশন (এনিমেটেড)

বাস ডিপো

নিজস্ব বিআরটি লেন

২০.৫ কি.মি রাস্তা, ২৫টি স্টেশন

এসি বাস সার্ভিস

অটোমেটিক টিকেটিং সিস্টেম

গাজীপুর-এয়ারপোর্ট ৩৫-৪০ মিনিট

পরিবেশ বান্ধব পরিবহন

যানজটমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা

সর্বনিম্ন ৩০ সেকেন্ড পরপর বাস

ঢাকা বিআরটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ব্যবস্থাটি দেশের প্রথম বাস ভিত্তিক দ্রুতগতির গণপরিবহন উদ্যোগ।
২. বিআরটি ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের ভ্রমণের সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে।
৩. বিআরটি এয়ারপোর্ট স্টেশনটি প্রস্তাবিত মাল্টিমোডাল হাব (এয়ারপোর্ট আন্ডারপাস) এর অংশ হবে।
৪. এয়ারপোর্ট স্টেশনটি প্রস্তাবিত মাল্টিমোডাল হাবের অংশ হবে।
৫. বিআরটি করিডোরের আওতাধীন ইন্টারসেকশন সমূহে ফ্লাইওভারের সংস্থান রাখা হয়েছে।
৬. বিআরটি স্টেশনসমূহ সকল আধুনিক সুবিধাদি সহ প্রতিবন্ধি,শিশু,মহিলা ও বয়োবৃদ্ধদের ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মাণ করা হচ্ছে।
৭. বিআরটি রুটের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিঃ (ঢাকা বিআরটি) গঠন করা হয়েছে।

www.dhakabrt.com

বিআরটি নির্মাণের জন্য প্যারেন্ট

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম : গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

বিভাগ : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)

প্রকল্প ব্যয় : ৪২৬৮.৩২ কোটি টাকা

অর্থায়নে : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
ফরাসী উন্নয়ন সংস্থা
গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি

সড়কের দৈর্ঘ্য : ২০.৫০ কিলোমিটার (আজমপুর - চেরাগআলী ৪.৫ কি.মি ফ্লাইওভার সহ)

স্টেশন : ২৫টি

বাস ডিপো : ১টি (গাজীপুর)

টার্মিনাল : ২টি (এয়ারপোর্ট ও শিববাড়ী)

ফ্লাইওভার : ৬টি (এয়ারপোর্ট, জসিমউদ্দিন রোড, কুনিয়া, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ভোগরা, জয়দেবপুর চৌরাস্তা)

সেতু নির্মাণ : ১টি (১০ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু)

সংযোগ সড়ক উন্নয়ন : ১১৩ টি (৫৬ কিলোমিটার)

ড্রেন : ৪১ কি.মি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেন (রাস্তার উভয় পার্শ্বে)

ফুটপাত : ২০.৫০ কি.মি (করিডোরের উভয় পার্শ্বে)

যাতায়াত সময় : ৩৫ - ৪০ মিনিট (গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত)

বাসের ফ্রিকোয়েন্সি : সর্বনিম্ন ৩০ সেকেন্ড